সমকাল

27 JAN 2016

স্কুলে উপবৃত্তি

১৮ মাসে বছর

মঙ্গলবার সমকালে একটি সংবাদ শিরোনাম 'উপবৃত্তি পাচ্ছে না মাধ্যমিকের লাখ লাখ শিক্ষার্থী'। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৮২টি উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা ১৮ মাস ধরে বৃত্তির অর্থ তুলতে পারছে না। এ সময়ের মধ্যে কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে কিংবা কোনো পেশায় ঢুকে গেছে। কী কারণে এতদিন বৃত্তির অর্থ মিলছে না, তার যুক্তি এ যুগে হাস্যকর শোনাবে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ডাচ-বাংলা নামের ব্যাংকটিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজ নামে কিংবা অভিভাবকের নামে মোবাইল ব্যাংক হিসাব নম্বর খুলতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত উপবৃত্তির অর্থ এভাবেই তুলতে হবে। কিন্তু হিসাব খুলতেই কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, কাউকে কাউকে খেসারত দিতে হবে। কেউ না কেউ বলির পাঁঠা হবে। এ ক্ষেত্রে শিকার বানানো হয়েছে ২৮২ উপজেলার শিক্ষার্থীদের। কথায় বলে, ১৮ মাসে বছর। কোনো কাজে অহেতুক বিলম্ব হলে এ প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দিচ্ছে এবং তার সংখ্যা অনেক– এটা ভালো উদ্যোগ। বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকেও এ সূত্রে মিলছে অর্থ। এ বৃত্তির অর্থে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের তুলনামূলক সহজে শিক্ষাজীবন চালিয়ে যেতে পারে। কিছু পরিবারের জীবনধারণও নিশ্চিত করে এই বৃত্তির অর্থ। বাংলাদেশের মোবাইল ব্যাংকিং বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। প্রতিদিন লেনদেন হচ্ছে প্রায় পাঁচশ' কোটি টাকা। ঢাকার অনেক রিকশাচালক ও পোশাকশিল্পের লাখ লাখ কর্মী নিয়মিত দেশের নানা প্রান্তে পরিবারের কাছে টাকা পাঠায় বিকাশ এবং অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যবহার করে। তথ্যপ্রযুক্তির জগতে বিপ্লব নিয়ে আসা বিল গেটস সম্প্রতি বলেছেন, 'বাংলাদেশের বিকাশ দরিদ্রদের ব্যাংকিংয়ে বিপ্লব এনেছে।' তাহলে শিক্ষাবৃত্তি কেন সময়মতো বিকাশ বা ডাচ-বাংলার মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা কাজে লাগিয়ে পৌঁছানো যাবে না? বাংলাদেশের এক কোটির বেশি কৃষকের রয়েছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। স্কুল ব্যাংকিংও চালু করেছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা সরকারের প্রদত্ত অর্থ তোলেন ব্যাংক থেকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাংক কাজ করছে দক্ষতার সঙ্গে। তারা প্রযুক্তি আয়ত্ত করছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীও আধুনিক ব্যাংকিং সেবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। তাহলে উপবৃত্তির অর্থ কেন দেড় বছর আটকে থাকবে? এজন্য দায়দায়িত্ব চিহ্নিত এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এটাই কাম্য।